মতামত

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দনেৎস্ক অঞ্চলে রাশিয়ার হামলায় পাঁচ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও একজন। ওই অঞ্চলে রাশিয়ার নিয়োগকৃত এক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় সময় শনিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দনেৎস্ক অঞ্চলের কিরোভ এবং কুইবিশেভস্কি জেলায় রাশিয়ার কামানের আঘাতে পাঁচ বেসামরিক প্রাণ হারায়। এছাড়া সভেৎলোদারস্ক শহরে আরও এক নারী আহত হন। ওই অঞ্চলে রাশিয়ার নিয়োগকৃত প্রধান কর্মকর্তা ডেনিস পুশিলিন টেলিগ্রামে এক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। খবর আল জাজিরার।

সম্পাদকীয়

ডিম, আলু ও পেঁয়াজ: বাজারে মূল্য নির্ধারণের ছাপ নেই

বাজার নিয়ন্ত্রণ না করলে মূল্য নির্ধারণ কোনো ভূমিকা রাখবে না

খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থায় রয়েছে। এতে কষ্টে দিনাতিপাত করছে নিম্ন আয়ের মানুষ। বাজারে কোনো পণ্যেই স্বস্তি ফেলার অবকাশ নেই। এ করুণ দুর্বিষহ অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে তিনটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কিন্তু তার কোনো ছাপ বাজারে পড়ছে না। এতে সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। প্রথমবারের মতো আলু, পেঁয়াজ ও ডিমের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এর আগে সরকারের পক্ষ থেকে ভোজ্যতেল ও চিনির দামও নির্ধারণ করে দেয়া হয়। তবে নির্ধারিত মূল্যে বাজারে এসব পণ্য পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নতুন করে দাম বেঁধে দেয়া হলেও ডিম, আলু ও পেঁয়াজ অনেকটা আগের মতোই বিক্রি হচ্ছে।

বিক্রেতারা অভিযোগ করে বলছেন, তারা বেশি দামে কিনছেন বলেই সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি করা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে সাপ্লাইচেইনের স্বাস্থ্য, নতুন তিন জোগাপণ্যের দাম নির্ধারণ করে নিয়মিত তদারকি না করলে তা চিনি ও ভোজ্যতেলের মতো শুধু ঘোষণাস্তরে সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ এর আগেও পণ্যের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু সরকার সেভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এজন্য নতুন নির্ধারিত পণ্যের ক্ষেত্রেও সেটি হওয়ার শঙ্কাই বেশি।

গত বৃহস্পতিবার ব্যাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতি কেজি আলুর সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৩৫-৩৬ টাকা, দেশী পেঁয়াজ ৬৪-৬৫ টাকা এবং প্রতিটি ডিমের মূল্য ১২ টাকা নির্ধারণ করে দেয়। এছাড়া প্যাকেজজাত সয়াবিন ও খোলা সয়াবিনের দাম লিটারে ৫ টাকা কমিয়ে যথাক্রমে ১৬৯ ও ১৪৯ টাকা এবং পাম অয়েলের দাম লিটারে ৪ টাকা কমিয়ে ১২৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

যদিও পরের দিন শুক্রবার রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, আলু প্রতি কেজি খুচরায় ৪৮-৫২ টাকা, পাবনার পেঁয়াজ ৮৫-৯০ টাকা, ফরিদপুরের পেঁয়াজ ৭৫-৮২ টাকা এবং প্রতি পিস ডিম সাড়ে ১২ থেকে ১৩ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অর্থাৎ সরকার নির্ধারিত মূল্যের কোনো প্রভাব বাজারে পড়েনি। এমনকি নতুন নির্ধারিত পণ্যের পাইকারি বাজারমূল্যও অপরিবর্তিত রয়েছে। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ৫০ কেজির প্রতি বস্তা পাবনার পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩ হাজার ৮৫০ থেকে ৩ হাজার ৯০০ টাকা। আর ফরিদপুরের ৫০ কেজির প্রতি বস্তা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩ হাজার ৪০০ থেকে ৩ হাজার ৬০০ টাকায়। অর্থাৎ প্রতি কেজি পাবনার পেঁয়াজ ৭৭-৭৮ টাকা এবং ফরিদপুরের পেঁয়াজ ৬৮-৭২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দেশি ডিম প্রতি পিস পাড়া ২২০-২৪০ টাকায়। অর্থাৎ প্রতি কেজি আলুর পাইকারি দাম পড়ছে ৪৪-৪৮ টাকা। ফার্মের ডিম বিক্রি হচ্ছে প্রতি হালি ৫০ টাকায়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা বেশি দামে কেনার অভিযোগই করছেন। অন্যদিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে বেশি দামে পণ্য কেনার রসিদ দেখাতে পারলেনি চট্টগ্রামের আয়ু বিক্রেতারা। এজন্য ব্যবসায়ীদের সচেতনতার ওপর জোর দেয়া বিষয়টি বলা হচ্ছে। এছাড়া রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় আলু, পেঁয়াজ ও ডিমসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ছিতিশীল ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযানে জরিমানাও করা হয়েছে। কিন্তু বাজারে প্রভাব না পড়ার কারণ হিসেবে নানা বিষয় উঠে আসছে। বিশেষ করে আগের কেনা পণ্য নতুন মূল্যে বিক্রি করা হলে লোকসান হবে বলে ব্যবসায়ীরা দাবি করছেন।

আবার সারা দেশে অভিযান পরিচালনা করলেও ভোক্তা অধিকারের যথেষ্ট লোকবলের অভাব রয়েছে বলে স্বয়ং বাণিজ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন। তবে তিনটি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম মনিটরিং করা হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। বিশেষ করে বাজারে কোনো কারণ ছাড়াই প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে গেছে এটিও তিনি উল্লেখ করেছেন।

এখন মোদ্দা কথা হচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকারের ওপর জনগণের আস্থা বজায় রাখতে হবে। এটিও সত্য যে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সবসময় ব্যবসায়ীদের পণ্যের দাম নির্ধারণ করার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু সরকার ব্যবস্থাপনায় তো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা যাবে না। এতে সাধারণ জনগণের অপরিসীম ভোগান্তি হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের যে সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে, তা ভাঙতে তৎপরতা প্রয়োজন। এটি না করে শুধু অভিযান পরিচালনা করে ব্যবসায়ীদের জরিমানা করলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে না। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর তৎপরতা আমরা দীর্ঘদিন ধরেই লক্ষ করছি। এদের সিন্ডিকেশন দমন না করে দাম নির্ধারণ করলে যে কোনো সুফল পাওয়া যায় না, নিকট অতীতেও সেটি ফুটে উঠেছে। তাই এখন বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। এজন্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা নিতে হবে। বাজারে খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ বাড়ানোর পাশাপাশি প্রয়োজনে বিদেশ থেকে আমদানির অনুমতি দিতে হবে। পাশাপাশি নিশ্চিত আছের মানুষের জন্য ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশকেও (টিসিবি) আরো সক্রিয় করা উচিত।

এনবিআরের সহজ শিকার

আবু তাহের খান

সরকারি চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদন ফির অপারেটর-কমিশনের অংশের ওপর সম্প্রতি ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এটি ন্যায়হীন অসহায় বেকারদের ওপর অনেকটই মস্তর উপর খাড়ার ঘার মতো। সরকারি চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে হারে ফি আদায় করা হচ্ছে, সেটাকেই সাধারণ মানুষ মাত্রাতিরিক্ত বলে মনে করে। এ অবস্থায় এ ক্ষেত্রে নতুন করে ভ্যাট আরোপ নিঃসন্দেহে অন্যায় ও অন্যায্য এবং সে কারণে স্পষ্টতই এটি একটি রাষ্ট্রীয় অন্যায়, তা পরিমাণে সেটি যত সামান্যই হোক না কেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এরপ একটি অন্যায় ও অন্যায্য পদক্ষেপ তাহলে সরকার গ্রহণ করল কেন? চাকরিপ্রার্থীদের আবেদন ফির ওপর ভ্যাট আরোপসংক্রান্ত সংবাদের সঙ্গে গণমাধ্যমে এর কারণ সম্পর্কেও যাবিকটা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় এবং নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যয় মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় সরকারকে বড় ধরনের রাজস্ব ঘাটতিতে পড়তে হয়েছে। এমতাবস্থায় চলতি অর্থবছরে যাতে সে ধরনের রাজস্ব ঘাটতি সৃষ্টি না হয়, তার আগাম কৌশল হিসেবেই চাকরিপ্রার্থীদের আবেদন ফির ওপর এ ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যয় ক্রমাগতই কেন বাড়ছে, যার জন্য নানা ক্ষেত্রে নতুন করে ভ্যাট ও অন্যান্য কর বসাতে হচ্ছে? বাড়ছে এসব কারণে যে বাংলাদেশ বিমানের গত ১ সেপ্টেম্বরের ঢাকা-নারিতা ফ্লাইটে ৭১ বা তারও বেশিজনকে অতিথি করতে হয়েছে। ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে এলডিসোত্তর মুনাফা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত স্বগোষ্ঠীর বণিকদের ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকার শুল্ক অব্যাহতি দিতে হয়েছে। হজের নাম করে মন্ত্রণালয়ের শতাধিক জনের লাটবহরকে মাসাধিক কাল ধরে মক্কায় পুষতে হয়েছে এবং এরূপ আরো নানা গর্হিত কারণের যেজন্যে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। আর চরম দুর্ভাগ্য ও হতাশার বিষয় এই যে রাষ্ট্রের এ বিপুল রাজস্ব ঘাটতির সময়েও এ ধরনের অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারী ব্যয়ের তালিকা প্রতিদিনই আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

এ অবস্থায় হাতের কাছে খগোয়ের বাইরে এবং প্রতিবাদে অন্যত্র থেকেই পাওয়া যাবে, বাড়তি রাজস্ব আদায়ের জন্য সে-ই যে এনবিআরের সহজ শিকারে পরিণত হবেঞ্জএটাই স্বাভাবিক। বেকার চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে এনবিআর যে হিসাব-নিকাশেরই বলি এবং এনবিআরের জন্য তারা এখন খুবই হুতসহই হচ্ছে। কারণ এনবিআরের জাল থেকে কৌশলে বেরিয়ে যাওয়ার হাজারটা উপায় বিবাবন খুঁজে বেরকরাতদের জন্য তারা থাকলেও কোনোক্রমেই এখন লাখ লাখ টাকা আয় হয় এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা তা ভাগযোগ করে নেন। এ নিয়ে নানা কেলেঙ্কারির খবরও মাঝেমধ্যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে। আর সেসব খবর থেকে এটাও জানা যাচ্ছে যে এ কাজ থেকে বিরাট অংকের ফি আদায় করা হচ্ছে কোন যুক্তিতে? যদি ধরেও নেয়া হয় যে ফি নিতেই হবে, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, এ পরিমাণ কি এতটা বেশি হওয়া উচিত? আর তা উচিত নয় বলেই এ ফি কমানোর জন্য চাকরিপ্রার্থীরা বহুদিন ধরেই দাবিদাওয়া জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু সে দাবিদাওয়া পূরণ তো দূরের কথা, উল্টো এখন তাদের ওপর ভ্যাট বসিয়ে দেয়া হলো।

অভিযোগ হচ্ছে যে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে বহু অংকের ফি নেয়ার নেপথ্য কারণ হচ্ছে, আদায়কৃত ফি পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সম্মানী ও অন্যান্য ব্যয় বরহের নামে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন এবং সে অর্থ থেকে দেদারসে খানাপিনাও করেন। ফলে বিগ পরিমাণ বাড়ন্তে ভাগের পরিমাণও স্ফীত হয়। এর বহিরে এখন এনবিআরও হয়তো চিন্তা করবে, এ ফিরের হার ও পরিমাণ যত বাড়বে, তাদের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও ততই বাড়বে। কিন্তু জিজ্ঞাসা হচ্ছে, জনবল নিয়োগসংক্রান্ত কাজটি কি সরকারি কর্মচারীদের নিয়মিত কাজের আওতায় পড়ে না? যদি পড়ে, তাহলে সে অর্থ থেকে সম্মানী প্রথা ও বিগসী আহারাদির সম্পন্ন করার সুযোগ কোথায়? প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা, এ দেশের গরিব-দুঃখী সাধারণ মানুষ ও তাদের হতভাগ্য চাকরিপ্রার্থী বেকারদের আশনদ্বার আর কতটা শোষণ করবেন? একবার ভেবে দেখুন তো, গত ৫২ বছরে চাকরিপ্রার্থী বেকারদের কাছ থেকে রাষ্ট্র কত শত কোটি টাকা আদায় করে এর কর্মচারীরা চাকরি বিধিমালা ও আচরণবিধি ভঙ্গ করে সম্মানী ও ভোগ-বিলাসের নামে কত টাকা আত্মসাৎ করেছেন?

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তির আবেদন ফি থেকেও এখন লাখ লাখ টাকা আয় হয় এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা তা ভাগযোগ করে নেন। এ নিয়ে নানা কেলেঙ্কারির খবরও মাঝেমধ্যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে। আর সেসব খবর থেকে এটাও জানা যাচ্ছে যে এ অর্থের ভাগাভাগি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে একধরনের মহোৎসবও হয়ে থাকে! আর তা দেখে মনে হয়, চেলে-চিনি-ডিমের সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পার্থক্য খুবই সামান্য। এনবিআর কি বিষয়টির খোজ রাখে? খোজ তাদের কাছে একটি অনুরোধই করব, ওই অসহায় চাকরিপ্রার্থীদের ওপর চড়াও না হয়ে দয়া করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ বাবদ যে বিপুল অর্থ আয় করে, তার ওপর কর বসান। তাহলে দুপক্ষই লাভবান হবে। তবে এটাও দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এর প্রকৃত সমাধান হচ্ছে বেকারদের কাছ থেকে গৃহীত চাকরির আবেদনপত্রের সঙ্গে কোনো কি-ই গ্রহণ না করা। আসলে সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা তো রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। সে ক্ষেত্রে একজন বেকারের জন্য কাজের ব্যবস্থা না করে উল্টো তার ওপর ফি ও ভ্যাট আরোপ

> ১৯৬০-এর দশকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে সাংগঠনিকভাবে প্রতিবাদী হওয়ার যে চারিত্রিক দৃঢ়তা আমরা দেখেছি, তার ছিটেফোঁটা কোনো অস্তিত্বও শেষোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে এখন টিকে আছে? বাঙালির প্রতিবাদী সত্তা কি তাহলে একেবারেই হারিয়ে গেল? না, এখনো হয়তো তা পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক মুমূর্ষুতা নিয়ে যেভাবে তা টিকে আছে, সেটিকে কি বাঁচা বলা যায়? চাকরির আবেদনের অপারেটর-কমিশনের অংশের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের ঘটনার নিরুত্তাপ প্রতিক্রিয়া সে মুমূর্ষতাকেই কি নির্দেশ করছে না?

বাড়বে, তাদের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও ততই বাড়বে। কিন্তু জিজ্ঞাসা হচ্ছে, জনবল নিয়োগসংক্রান্ত কাজটি কি সরকারি কর্মচারীদের নিয়মিত কাজের আওতায় পড়ে না? যদি পড়ে, তাহলে সে অর্থ থেকে সম্মানী প্রথা ও বিগসী আহারাদির সম্পন্ন করার সুযোগ কোথায়? প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা, এ দেশের গরিব-দুঃখী সাধারণ মানুষ ও তাদের হতভাগ্য চাকরিপ্রার্থী বেকারদের আশনদ্বার আর কতটা শোষণ করবেন? একবার ভেবে দেখুন তো, গত ৫২ বছরে চাকরিপ্রার্থী বেকারদের কাছ থেকে রাষ্ট্র কত শত কোটি টাকা আদায় করে এর কর্মচারীরা চাকরি বিধিমালা ও আচরণবিধি ভঙ্গ করে সম্মানী ও ভোগ-বিলাসের নামে কত টাকা আত্মসাৎ করেছেন?

এই মামলাটা এখনো খুবই নরম জেরে, যা থেকে মনে হচ্ছে তিনি প্রায় ক্লুবিত নিয়েছেন। এখনো পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের কাজ করেছিলেন, যা ছিল খুবই জটিল একটা অ্যাসাইনমেন্ট। কারণ এর মধ্যে তালেবান নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই একই সময় তিনি একটা রোমান্টিক সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়েন।

এটি তাকে ব্ল্যাকমেইলের শিকার হওয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল বলে আদালতের নথিতে উঠে এসেছে।

বস্তুতই সংবিধান লঙ্ঘনের শামিল। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ (খ) অনুচ্ছেদ স্পষ্টতই সব নাগরিকের জন্য 'কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার প্রদান করেছে।

কিন্তু উল্লিখিত সাংবিধানিক অধিকারকে বৃহদ্দুর্লি দেখিয়ে রাষ্ট্র যখন বিত্তবান শ্রেণীর খার্থ রক্ষার প্রয়োজনে এ একই সংবিধানের বিধান অমান্যে ভাসিয়ে রাখার জন্য নিম্নবিত্তের মাধ্যমে মানুষের ওপর হায়েনার মতো চেপে বসে, তখন সে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এরপ একটি রাষ্ট্রের জন্যই কি আমরা ঠকিশ বছর ধরে সংগ্রাম ও একাত্তরের না মানুহুত্তু ছুঁড়ে করেছিলাম? চাকরির আবেদন ফির ওপর আরোপিত ভ্যাটের ওই পরিমাণ হয়তো এমন আহামরি অংকের কিছু নয়। কিন্তু এর নৈতিক দিকটি দেখলে এতে হতাশ হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। এ প্রশ্নে তাই খুবই সরাসরি জিজ্ঞাস্য, যাদের বিত্তের কল্যাণে ২৭৬৫ মার্কিন ডলার (পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৯৮ ডলার কম) মাথাপিছু আয়ের দম্ভ, তাদের কাছ থেকে কি এনবিআর কড়ায়-গণ্ডায় না হোক মোটামুটি হারে হলেও সবটুকু কর আদায় করছে বা করতে পারছে না। তা তারা করছে না বা করতে পারছে না। মূল কারণ দুটি: এক. এতে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এবং দুই. রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে ওই বিত্তবানদের করদানে বাধ্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। সে তুলনায় চাকরির আবেদন থেকে ভ্যাট আদায় করা অনেক বেশি সহজ ও ঝামেলাবিহীন। অথচ বিত্তবানদের কাছ থেকে প্রাপ্য করের ৫০ শতাংশের যদি চিকমতো আদায় করা যেত, তাহলে চাকরির আবেদনের ওপর আটা আরোপের কোনো প্রয়োজনই হতো না।

সামনে নির্বাচনঞ্জ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চালাক-চতুর বিত্তবানরা এ সময়ে রাজস্ব ফাঁকির বাড়তি সুবিধা হাতিয়ে নেবার চেষ্টা যেমনি করবে, তেমনি বর্তমান মহাজোটের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষও হয়তো গায়ে পড়ে তাদের কিছু বাড়তি সুবিধা দেয়ার কথা ভুলবেন না (অতীতের অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে)। আর এ দুয়ে মিলে সামনের নিকট সময়টুকু খুব ব্যবসায়ীদের জন্য বেশ ভালো কাটবে বলেই মনে হচ্ছে। তবে মনে রাখা দরকার যে তেমন সময় যত ভালো কাটবে, চাকরিপ্রার্থীদের অন্নরুপ সমস্যেরি নিম্নবিত্তের জীবন তত কঠিন হয়ে পড়বে। করণ বিত্তবানদের উপাজর্ন ও মুনাফার লালসা এ সময়ে এতটাই প্রচণ্ড হয়ে উঠবে যে এসবের মূল্য জোগাতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে আরো বেশি হারে কর দিতে হবে, আরো বেশি মূল্যে সেবা ও জিনিসপত্র কিনতে হবে এবং সার্বিক জীবনযাত্রার জন্য আরো বেশি অর্থ ব্যয় করতে হবে। বিশেষ এ সময়ে তার আয় ও উপার্জন একটুও বাড়বে না।

মোট কথা, চাকরির আবেদনের ওপর ভ্যাট আরোপই নিম্নবিত্তের কষ্ট ও ভোগান্তির সর্বশেষ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ হয়ে থাকবে না। বরং এর সঙ্গে অনুরূপ এবং নতুন মাত্রার আরো নানা নতুন অন্নরূপ যোগ হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। আর এজন্য রাষ্ট্রের চরিত্রেকেই হয়তো আমরা বদলে যাবো করব। কিন্তু এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর দায়ও কি নেই? ১৯৬০-এর দশকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে সাংগঠনিকভাবে প্রতিবাদী হওয়ার যে চারিত্রিক দৃঢ়তা আমরা দেখেছি, তার ছিটেফোঁটা কোনো অস্তিত্বও শেষোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে এখন টিকে আছে? বাঙালির প্রতিবাদী সত্তা কি তাহলে একেবারেই হারিয়ে গেল? না, এখনো হয়তো তা পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক মুমূর্ষুতা নিয়ে যেভাবে তা টিকে আছে, সেটিকে কি বাঁচা বলা যায়? চাকরির আবেদনের অপারেটর-কমিশনের অংশের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের নিরুত্তাপ প্রতিক্রিয়া সে মুমূর্ষতাকেই কি নির্দেশ করছে না?

লেখক: ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত;
সাবেক পরিচালক, বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়

খেলার মাঠ

বিশ্বকাপের আগে নিজেদের আরও একবার জ্বালাই করে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। যদিও এই সিরিজে সাকিবসহ বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দেয়া হচ্ছে। একইভাবে প্রথম সারির ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলও। লকি ফার্গুসনের নেতৃত্বে বাংলাদেশে খেলতে আসতেছে কিউইরা। ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে সিরিজ খেলেছে নিউজিল্যান্ড। ওই সিরিজ শেষ হওয়ার পরই লন্ডন থেকে ঢাকায় চলে এসেছেন ১১জন কিউই ক্রিকেটার ও কর্মকর্তা।

আবারও হালান্ডের গোল, পাঁচে পাঁচ ম্যানসিটির

স্পোর্টস ডেস্ক

গোলমেশিন আরলিং হালান্ড গোল করেই যাচ্ছেন ম্যাচের পর ম্যাচ। শনিবার রাতেও তিনি গোল পেলেন তিনি। এবার অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে গিয়ে ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোল করলেন নরওয়েজিয়ান এই ফুটবলার। ম্যানসিটিও জয় পেলো ৩-১ গোলের ব্যবধানে।

এই জয়ে ম্যানসিটিও রয়েছে যেন তুঙ্গে। মৌসুম শুরুর প্রথম ৫ ম্যাচেই টানা জয় পেলো তারা। সে সঙ্গে লিভারপুলকে পেছনে ফেলে আবারও শীর্ষে উঠে এলো তারা। ৫ ম্যাচ পূর্ণ ১৫ পয়েন্ট এখন ম্যানসিটির। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে টটেনহ্যাম হটস্পার এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে লিভারপুল।

অথচ এই ম্যাচে হারের শঙ্কাতেই পড়ে গিয়েছিলো ম্যানসিটি। ৩৬তম মিনিটে গোল করে ওয়েস্টহ্যামকে এগিয়ে দেন জেমস ওয়ার্ড প্রাউজ। প্রথমার্ধে ম্যানসিটি কোনো গোলই করতে পারেনি। ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ছিতীয়ার্ধে শুরু সিটিজেনরা। গোল পেতেও বিলম্ব হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে শুরুর পরপরই দলকে সমতায় ফেলান জেরেমি ডোকু।

এরপর ৭৬তম মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন বার্নার্ডো সিলভা। ৮৬ মিনিটে আরলিং হালান্ড গোল করে ম্যানসিটির জয় নিশ্চিত করেন।

অথচ, ম্যাচের সপ্তম মিনিটেই গোল করে ফেলেছিলেন তারা। কিন্তু ভিএন সুসেক গোললাইন থেকে প্রথম বল সিরিয়ে দেন। এরপর কিছুক্ষণ পরে গোল বলে ওয়েস্টহ্যামকে রখা করেন গোলরক্ষক আলফোনসো আরেওলা।

মেসির ২৮ মাস পর প্রথম ফ্রি-কিকে গোল

স্পোর্টস ডেস্ক

২০২১ সালের মে মাসে বার্সার জার্সিতে সর্বশেষ ফ্রি-কিক থেকে গোল করেছিলেন লিওনেল মেসি। মৌসুমের একেবারে শেষ মুহূর্তে ছিল ওই গোলটি। এরপরের মাসেই (জুন) তো তিনি বার্সা ছেড়ে যোগ দেন পিএসজিতে। কিন্তু মেসি চলে যাওয়ার পর বার্সা ফুটবলারদের ব্যক্তিগত ক্যারিশমাও হ্রাস পেয়েছে অনেকটা।

সেটা এমনই যে, গত প্রায় ২ বছর ৪ মাসে কোনো ফুটবলার বার্সার হয়ে ফ্রি-কিকে গোল করতে পারেনি। অবশেষে বার্সা সমর্থকদের ভুলতে বসা ফ্রি-কিক থেকে পাওয়া গোলের স্বাদ দিলেন ফেরান তোরেস। শনিবার রাতে নিজেদের মাঠে রিয়াল বেটিসের বিপক্ষে ফ্রি-কিক থেকে গোলটি করেন তোরেস। বার্সাও জিতলো ৫-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে।

দুই পর্যুগিজ ফুটবলার হোয়াও ফেলিক্স এবং হোয়াও ক্যান্সেলোর অভিষেক হয়েছিলো আগের ম্যাচেই। কিন্তু ওই ম্যাচে তারা নেমেছিলেন বদলি হিসেবে। শনিবার রাতে ঘরের মাঠে রিয়াল বেটিসের বিরুদ্ধে সেরা একাদশেই ছিলেন তারা দু'জন। দুই পর্তুগিজই এই ম্যাচে বার্সার হয়ে গোলের খাতা খুললেন। সঙ্গে গোল করলেন বার্সার আরও তিন আইকনিক ফুটবলা- রবার্ট লেওয়ানডস্কি, ফেরান তোরেস এবং রাফিনহা।

সব মিলিয়ে ঘরের মাঠে রিয়াল বেটিসকে ৫-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে বার্সেলোনা প্রথমবারের মত লা লিগার পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে উঠে এলো। ৫ ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট ১৩। ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মাদ্রিদ।

ম্যাচের ২৫তম মিনিটেই প্রথম গোল করেন হোয়াও ফেলিক্স। রিয়াল বেটিসের জালে গোলের উচ্ছবও শুরু তখন। এর সাত মিনিট পরই, ম্যাচের ৩২তম মিনিটে গোল করেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। ২-০ গোলে প্রথমার্ধ শেষ করে বার্সা।

৬২তম মিনিটে অসাধারণ এক ফ্রি কিক থেকে বার্সার হয়ে তৃতীয় গোল করেন ফেরান তোরেস। ডিফেন্সিভ ওয়ালের মাথা ঘেঁষে শটটি নেন তিনি। বল গোলপোস্ট কল্ই সিলভাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায় বেটিসের জালে। ২০২১ সালের মে মাসে সর্বশেষ বার্সার হয়ে ফ্রি-কিক থেকে গোল করেছিলেন মেসি। এরপর এই প্রথম কেউ ফ্রি কিক থেকে গোল করলো বার্সার জার্সিতে।

৬৪তম মিনিটে ফেরান তোরেসের পরিবর্তে মাঠে নামেন রাফিনহা। এর পুঁ মিনিট পরই গোল করেন তিনি। ৬৬ মিনিটে রাফিনহার কা গোলটি ছিল দলের হয়ে চতুর্থ। হোয়াও ক্যান্সেলো দলের হয়ে পঞ্চম এবং নিজের প্রথম গোল করেন ৮৩তম মিনিটে।

ম্যাচ শেষে বার্সা কোচ জাভি বলেন, 'এটা কোনো পারফেক্ট ম্যাচ ছিল না। আমাদের অনেক কিছুতেই উন্নতি করতে হবে। তবে, আজ দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে ছেলেরা।'

৬টি পরিবর্তন নিয়ে ফাইনাল খেলতে নামছে ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক

বাংলাদেশের বিপক্ষে যে একাদশ নিয়ে খেলতে নেমে হেরেছিলো ভারত, তাদের ওপর যারপরনাই ক্ষুব্ধ ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকরা। ফাইনালের আগে ৬ দানের ওই হারে মনোবলই ভেঙে পড়ার উপক্রম। সে কারণে, ফাইনালে ভারত কাদেরকে নিয়ে খেলতে নামে- সে দিকে তাকিয়ে ছিলো সবাই। শেষ পর্যন্ত ব্যাপক পরিবর্তন আনা হলো ভারতীয় দলে। মোট ৬টি পরিবর্তন এনেছে রোহিত শর্মারা। দলে ফিরছেন লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়ারা। এমনিতেই অক্ষর প্যাটেল ইনজুরিতে। তার পরিবর্তে নতুন কাউকে নেয়া প্রয়োজন ছিল। সে কারণে প্যাটেলের পরিবর্তে ফাইনালের একাদশে এসেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। এছাড়া মূল একাদশের সবাই এসেছেন দলে। শ